দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ OCT. 17 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের রাখি-তিলক পরতে বাধ্য করা হয়েছে

এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কেও হিন্দুকরণ করার নয়া পর্যায় শুরু

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ঃ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান্তরালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও ইসলামী তাহজীব, তমদ্দুন ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিসর্জনের উদ্বেগজনক মহড়া শুরু হয়ে গেছে। গত ২ অক্টোবর শনিবার এখানে সাংবাদিকতা বিভাগে নবাগতদের বরণের নামে ঘটা করে তথাকথিত রাখি-তিলক পরতে বাধ্য করা ও মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানোর ঘটনা ইসলামী মূল্যবোধের ওপর একটি টেস্টকেস বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের মহৎ স্বপ্ন ও ধর্মীয় অনুভূতিতে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনপূর্বক সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি যেভাবে বীরদর্পে বিজাতীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে দিলেন, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ৩৩ বছরের ঐতিহ্য ও সম্মান সম্পূর্ণরূপে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ঘটনার এক সপ্তাহ পরও কর্তৃপক্ষের রহস্যজনক নীরবতা সংশ্লিষ্ট মহলকে যুগপৎ হতবাক ও বিক্ষুব্ধ করেছে। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব জনপদের একমাত্র উচ্চতর শিক্ষাঙ্গন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রায় ২০ হাজার সদস্যের ৯৫ শতাংশই মুসলমান। বার আউলিয়ার পুণ্যভূমি ও ইসলামের প্রবেশদ্বার চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যে ছিল বাংলাদেশী শিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। মরহুম একেএম ফজলুল কাদের চৌধুরীসহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান সবচেয়ে বেশী তারা সকলেই ইসলামী মূল্যবোধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তার ধারকবাহক ছিলেন। সে অনুসারে ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত ৩ দশক এখানে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চালু হয়েছে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ ইত্যাদি। একই সঙ্গে প্রথমাবধি হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সব সময় উদার মনোভাব বজায় রাখা হয়েছে। অতীতের কোন সময় এখানে রাখি-তিলক বা মঙ্গল প্রদীপ

১৪-এর পাতায় দেখুন

এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কেও হিন্দুকরণ করার নয়া পর্যায় শুরু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জ্বালিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। এই ৩ দশকের ঐতিহ্যকে অত্যন্ত ঠাণ্ডামাথায় ভূলুণ্ঠিত করা হল গত ২ অক্টোবর। সেদিন সাংবাদিকতা বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে তথাকথিত রাখি বন্ধন ও তিলক পরান হয়। পাঁচ পাঁচটি মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু করা হয়। নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা হয়েছিল, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধ হয় এভাবেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এ জন্য মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের আপত্তি থাকলেও বিভাগীয় সভাপতির মনোভাব দেখে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা কোন উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু ক্লাস শেষে তাদের হাতে রাখি বন্ধন ও কপালে তিলক দেখে অন্যান্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা হতবাক হয়ে যায়। ঘটনাটি দ্রুত ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্র-ছাত্রীরা অপমানে ফেটে পড়ে। সর্বত্র ছিঃ ছিঃ রব উঠে। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে মাত্র ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ১৯৯৫ সালের ১১ জুলাই এই বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। ইতোপূর্বে ইতিহাসের অধ্যাপক হায়াত হোসেন, বাংলার প্রফেসর ডঃ মনিরুজ্জামান ও বিভাগীয় শিক্ষক শফিকুর রহমান এ বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে। কিন্তু সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক সহিদ উল্যা লিপনের আমলে নবাগতদের বরণের নামে বিজাতীয় সংস্কৃতি চর্চার যে মহড়া হয়ে গেল, তা এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি এক চরম ধৃষ্টতা ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলেই সর্বমহলে নিন্দিত হয়েছে। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ জহুরুল আলম চৌধুরী এই খবরে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। দৈনিক ইনকিলাবকে তিনি জানান, নবীন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে ওরিয়েন্টেশনের উদ্যোগ কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন। কিন্তু রাখি-তিলক পরাতে বা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালাতে কাউকে বলা হয়নি। সাংবাদিকতা বিভাগের ঘটনাকে তিনি অত্যন্ত রহস্যজনক বলে মন্তব্য করেন। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নামাজী ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ঢালাওভাবে আক্রমণ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের রাখি-তিলক পরান ও মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানোর ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা। মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত চেতনাধারী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেশ থেকে যেভাবে বাংলাদেশী চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিনাশ শুরু হয়েছে, তার প্রভাব এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পবিত্র অঙ্গনেও পড়ছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষক, ছাত্র ও জনগণের উচিত এসব অপকর্ম প্রতিহত করা। বিশ্ব মুসলিম ঐক্য পরিষদের সেক্রেটারী জেনারেল, বিশিষ্ট কবি চৌধুরী গোলাম রব্বানী বলেন, শুনেছি চট্টগ্রাম ভার্সিটির ভিসি প্রফেসর মান্নান ধর্ম-কর্ম ও নামাজ-দোয়া পড়েন। প্রো-ভিসি ডঃ আবু ইউসুফও ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক। তারপরও সেখানে কিভাবে একটি বিভাগের সভাপতি কথিত রাখি-তিলক বা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশ্ব মুসলিম ধর্মানুভূতির প্রতি ধৃষ্টতা দেখালেন, তা রহস্যজনক। চৌধুরী রব্বানী আরো বলেন, অধ্যাপক আবুল ফজল-এ আর মল্লিকের মত নীতিবান শিক্ষক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে এভাবে নৈতিক ধস নামবে- এ কথা কল্পনাতীত। এ ব্যাপারে প্রবীণ আইনজীবী ও আবদুর রহমান স্মৃতি মজলিসের সভাপতি এডভোকেট শামসুদ্দীন মির্জা বলেন, মাছের পচন ধরে মাথায়, জাতির পচন ধরে তার শিক্ষায়। এই জাতির যে পচন ধরেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ তা প্রমাণ করেছে। আবদুর রহমানের মত শিক্ষা দার্শনিক জীবিত থাকলে এ ধরনের অধঃপতন প্রতিরোধে সোচ্চার হতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক জানান, সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি যে ঘটনা ঘটিয়েছেন, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতির পরিপন্থী। কিন্তু এ ঘটনায় প্রশাসনের নীরবতা থেকে বোঝা যায়, এতে বর্তমান প্রশাসনেরও ইন্ধন রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই শিক্ষকগণ বলেন, বর্তমান সরকার হচ্ছেন হিন্দু সংস্কৃতির পোষক; আর চট্টগ্রাম ভার্সিটির বর্তমান প্রশাসন হচ্ছে সেই সরকারেরই তল্পীবাহক। সুতরাং তারা যে হিন্দু সংস্কৃতি চর্চা করবে, এতে সন্দেহ নেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুবাদের চর্চা শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। সে বছর সেখানে হিন্দুবাদী আত্মঘাতী মহিলা প্রীতিলতার নামে একটি হলের নামকরণ করা হয় বিভিন্ন মহলের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও। সেই যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে হিন্দুকরণ শুরু হল, তা এখন রাখি-তিলক, মঙ্গল প্রদীপ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। সুতরাং সেখানে যে ইসলামী ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিসর্জনের এক সর্বনাশা মহড়া চলবে তা এখন সুস্পষ্ট।